بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয়ী ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি মহানবী (সা.)-এর সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের উত্তম আদর্শ বর্ণনা করেছিলাম। আজ নিজের মনিব ও অভিভাবকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই নিষ্ঠাবান অনুসারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনাড়ম্বর জীবনযাপন সম্পর্কিত কিছু কথা ও ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং বলেন, **এ অধমের ওপর এটি উন্মোচিত করা হয়েছে যে, এই দীনহীন ব্যক্তি নিজ দারিদ্র্যতা, বিনয়, তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা), আত্মত্যাগ, নিদর্শনাবলি ও নূর বা জ্যোতির দিক থেকে হযরত মসীহ্ ঈসা (আ.)-এর জীবনের এক জ্বলজ্যান্ত উপমা। আর এই অধমের স্বভাব এবং মসীহ্ (আ.)-এর স্বভাব এতটাই সদৃশ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যেন আমরা একই রত্নের দুটি টুকরো কিংবা একই গাছের দুটি ফল। আর আমাদের মাঝে এমন নিবিড় একাত্মতা রয়েছে যে, কাশ্‌ফী দৃষ্টিতে (বা দিব্য দর্শনে) অতি সূক্ষ্ম বা খুবই সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বাহ্যিকভাবেও একটি সাদৃশ্য রয়েছে; তা হলো, মসীহ্ একজন কামেল ও সুমহান নবী অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর অধীনস্থ ও ধর্মের সেবক ছিলেন এবং তাঁর ইঞ্জিল হলো তওরাতেরই শাখা। আর এই অধমও সেই সুমহান নিদর্শন প্রদর্শনকারী নবীরই তুচ্ছ সেবকদের একজন, যিনি সাইয়্যিদুর রসূল এবং সকল রসূলের শিরোমণি। তিনি যদি 'হামিদ' (তথা প্রশংসাকারী) হন তবে তিনি 'আহমদ' (তথা পরম প্রশংসাকারী), আর তিনি 'মাহমুদ' (তথা প্রশংসিত) হলে তিনি 'মুহাম্মদ' (তথা পরম প্রশংসিত)–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"**

একবার হুযূর আকদাস (আ.)-এর প্রাতঃভ্রমণের সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কেউ একজন নিবেদন করেন, হুযূর! এখন তো মসীহ্ (আ.)-এর জাতিও (খ্রিস্টানরাও) তাঁর মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই এ আলোচনা আর বাড়ানোর কোনো দরকার নেই। হুযূর (আ.) বলেন, এখনও এথেকে বিষাক্ততা ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ এই আলোচনা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। যতক্ষণ এর মূলোৎপাটন করা না হবে ততক্ষণ এই ভ্রান্তি যাবে না। আরও বর্ণিত হয়েছে, ভ্রমণের সময় হুযূর আকদাস (আ.) খুব দ্রুত হাঁটতেন– এমনকি লোকজন দৌড়ে দৌড়ে তাঁর সাথে তাল মিলিয়ে চলত। অনুরূপভাবে ভ্রমণের সময় যদি হযরত উম্মুল মুমিনীন (রা.) এবং অন্যান্য নারীরা সাথে থাকতেন, তবে হুযূর অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে তাঁদের সাথে ঘাসের ওপর বসে যেতেন এবং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করতেন। কখনো কখনো কোনো সুললিত কণ্ঠের অধিকারীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। ভ্রমণের সময় এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম থাকত না যে, কেউ তাঁর সামনে এগিয়ে যেতে পারবে না। কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ ও প্রবীণ সাহাবী ভাবতেন যে, মানুষের এভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ফলে ধুলাবালি ওড়ে, কিন্তু হুযূর (আ.) কখনো এ বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন নি। ভ্রমণের

সময় কারো পা লেগে যাওয়ার কারণে যদি হুযূর (আ.)-এর লাঠি পড়ে যেত কিংবা জুতা পা থেকে খুলে যেত, তবে তিনি থেমে যেতেন, কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাতেন না যাতে সেই ব্যক্তির মনে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ বা সংকোচ জাগে।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও আকর্ষণীয় বিষয় এটি ছিল যে, কোনো ধরনের লৌকিকতা বা কৃত্রিমতার মাধ্যমে নিজেকে আলাদা বা বিশিষ্ট প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা তাঁর মাঝে ছিল না। **একবার তিনি কয়েকজন খাদেমসহ ডেরা বাবা নানকে 'চোলা বাবা নানক সাহেব' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যান। সেখানে একটি বটগাছের নিচে চাদর বিছিয়ে হুযূর (আ.) জামা'তের বন্ধুদের সাথে বসে পড়েন। আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন আসছিল, তখন অনেকেরই এই ভুল ধারণা হয় যে, মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবই সম্ভবত মসীহ্ মওউদ (আ.)। তাই ভুলবশত লোকজন তাঁর সাথে মুলাকাত করতে শুরু করে। পরবর্তীতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে মৌলভী সাহেব বলে দেন যে, উনি হচ্ছেন মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন লোকজন হুযূর (আ.)-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন।**

হুযূর (আ.)-এর বৈঠকের ধরন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সাধারণ ছিল। হযরত মুন্সী ইমাম দ্বীন সাহেব (রা.) ১৮৯৪ সালে হুযূরের পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, বয়আতের জন্য হুযূর (আ.) আমাকে 'বাইতুল্ ফিকর'-এর ভেতরে নিয়ে যান এবং সেখানে রাখা খাটের পায়ের দিকের অংশে নিজে বসেন এবং আমাকে মাথার দিকের অংশে বসান।

এক সাহাবী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি কাদিয়ানে যাই; তখন একটি অতিথিশালায় কয়েকটি নতুন খাট ছিল এবং একটি পুরনো ও ভাঙা খাট ছিল। হযরত সাহেব (আ.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পুরনো ভাঙা খাটের ওপর বসে পড়েন। সেখানে আরও ছয়-সাতজন লোক উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি সবাইকে বসতে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, হুযূর (আ.) একটি ছোটো ভাঙা খাটের ওপর বসে আছেন।

হযরত চৌধুরী গোলাম হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে আমি কাদিয়ানে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, হুযূরের হাতে সরাসরি বয়আত গ্রহণ করব। তখন হুযূরের লঙ্গরখানাটি মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেবের বাড়িতে ছিল। মোবারক আহমদ সাহেব অসুস্থতার কারণে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর অসুস্থতার কারণে তিন দিন পর্যন্ত হযরত সাহেব বাইরে আসতে পারেন নি এবং আমাদের বয়আত নিতে পারেন নি। আমরা নিবেদন করি, আমাদের দুই-তিন দিন হয়ে গেছে। হুযূর আমাদের বয়আত কবুল করুন। এরপর হুযূর আমাদেরকে ছাদের ওপরে ডাকেন, সেখানে দুটি চারপাই ছিল। একটি ভালো পালঙ্ক, কিন্তু দ্বিতীয় চারপাইটি খুব ছোটো ও দুর্বল ছিল। হুযূর বাইরে আসেন এবং আমাদের তিনজনকে ভালো পালঙ্কে বসিয়ে দেন আর তিনি নিজে সেই নড়বড়ে চারপাইয়ের ওপর বসে আমাদের বয়আত গ্রহণ করলেন।

আবদুল্লাহ্ আথমের সঙ্গে আমৃত্যু যে বাহাস চলছিল, সেই দিনগুলোর একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বলেন, সম্ভবত আমরা করীম বখশ নামের একজন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কোঠিতে অবস্থান করছিলাম। তখন কর্নেল আলতাফ আলী খান আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন এবং আমাকে বলেন, আমি হযরত সাহেবের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করতে চাই। কর্নেল সাহেব কোট-প্যান্ট পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো ছিল। আমি তাকে ভেতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেই। অতঃপর কর্নেল সাহেব ভেতরে যান এবং প্রায় আধা ঘণ্টা হযরত সাহেবের কামরায় নির্জনে কথা বলেন। কর্নেল সাহেব যখন বাইরে আসেন, তখন তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এমন কী কথা হয়েছে যে, আপনার এমন অবস্থা হলো? তিনি বলতে আরম্ভ করেন, আমি যখন ভেতরে যাই, তখন হযরত সাহেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একটি চটের বস্তার ওপর বসে ছিলেন। তদুপরি বস্তার ওপর শুধু হুযূরের হাঁটু দুটি ছিল, আর বাকি অংশ মাটিতে ছিল। অথচ এটি ভেবে যে, কর্নেল সাহেব মাটিতে বসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না, তাই তিনি তার বসার জন্য নিজের পাগড়িটি মাটিতে বিছিয়ে দেন। এটি দেখে তার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয় আর তিনি বলেন, যদিও আমি ইংল্যাণ্ড থেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এসেছি, কিন্তু আমি এতটাও বেঈমান নই যে, আপনার পাগড়ির ওপরে বসার ধৃষ্টতা দেখাবো। হুযূর আকদাস (আ.) বলেন, কোনো সমস্য নাই, আপনি নিঃসংকোচে এর ওপরে বসুন। অতঃপর আমি সেটি সরিয়ে নিচেই বসে পড়ি।

একবার কিছু যুবক ঘোড়ার পরিবর্তে হুযূর (আ.)-এর ঘোড়ার গাড়িটি নিজেরাই টেনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন বলেন, **ঘোড়াগুলোকে আবার জোয়ালবন্দি করো! আমরা মানুষকে পশু বানানোর জন্য পৃথিবীতে আসিনি, বরং আমরা তো পশুকে মানুষ বানানোর জন্যই পৃথিবীতে এসেছি।** হুযূর (আই.) এরপর বলেন, এ সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা ও বর্ণনা আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

অতঃপর খুতবার শেষাংশে হুযূর আনোয়ার (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রথমত, **তানজানিয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম আলহাজ্জ শেখ ইউসুফ উসমান কমবুলায়া সাহেব।** মরহুম গত ৬ই নভেম্বর, ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। মরহুম ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাবওয়াতে অবস্থান করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া থেকে তিনি 'শাহেদ' ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তানজানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জামা'তের নিরলস সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। মরহুম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ওয়াকফ-এর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মরহুম একজন স্নেহশীল পিতা, আহমদীয়াতের শিক্ষা ও আদর্শে সন্তানদের লালন-পালনকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মুত্তাকী, বিনয়ী, দানশীল এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, **মুকাররমা উম্মুশ শাফী সাহেবা, যিনি ক্যাপ্টেন মাহমুদ আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন।** মরহুমা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-র দৌহিত্রী, হযরত নওয়াব উম্মুল হাফীয বেগম সাহেবা (রা.)-র দৌহিত্রী এবং সাহেবযাদা কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। মরহুমা সম্প্রতি ৮২বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন।

করাচিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র স্থানীয় সদর ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে জামা'তের মূল্যবান সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন।

তৃতীয়ত, **মুকাররম আব্দুর রফীক জাদরান সাহেব** যিনি সম্প্রতি ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭ সালের জুলাই পর্যন্ত ঘানায় নুসরত জাহাঁ স্কিম-এর অধীনে জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সেবক ছিলেন।

চতুর্থত, **মুকাররমা সালিমা তাবাসসুম সাহেবা** যিনি মুকাররম মির্যা আব্দুল হামীদ সাহেব মরহুমের সহধর্মিণী ছিলেন। মরহুমা সাম্প্রতিক সময়ে সিয়েরা লিওনে গিয়ে অবস্থান করছিলেন যেখানে গত কিছুদিন পূর্বে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল এবং জামা'তের সেবামূলক কাজে তিনি সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) সকল মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)